প্রযুক্তির নামঃ চকচকে ফিতা দিয়ে পাখি তাড়ানো

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের পাখি আছে যারা বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকারক পোকা মাকড় খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। তবে কিছু কিছু পাখি আছে যেগুলো উপকারের পাশাপাশি কিছু অপকার ও সাধন করে থাকে। যেমন-বাবুই, কাক, টিয়া, শালিক, বুলবুলি, কবুতর, চড়ুই এসব পাখি বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা জরুরী।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টঃ এই পদ্ধতিতে মাঠ ফসলের প্রায় এক ফুট উচ্চতায় চকচকে ফিতা টানিয়ে দিতে হবে। ফিতার উপর সূর্যের আলো পড়ে বিরক্তির সৃষ্টি করে তাছাড়া ফিতাতে বাতাস লেগে এক প্রকার শো শো শব্দের সৃষ্টি হয় এতে পাখি ভয় পেয়ে ক্ষেত থেকে চলে যায়। ক্ষেতে ১০/১২ ফুট দুরে খুঁটি পুঁতে খাড়াখাড়িভাবে এ ফিতা টানিয়ে দিতে হত। এমনভাবে ফিতা টানাতে হবে যেন পাখি দুর হতেই এই ফিতা দেখতে পায়।

উপযোগীতাঃ এটা একটা পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি। পরীক্ষাকরে দেখা গেছে যে এ ফিতা ব্যবহার করলে ভূট্টা ও সূর্যমুখী ক্ষেতে কাক ও টিয়ার উপদ্রব প্রায় ৭০/৮০ ভাগ কমে যায়। এ ফিতার কার্যকারিতা প্রায় দুই সপ্তাহ স্থায়ী হয়। বেশী দিন এ ফিতা ব্যবহার করলে পাখিদের ভয় কেটে যায়।

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ এ ফিতা একবার ব্যবহার করলে নষ্ট হয়না। যত্ন করে রেখে দিলে আবার পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা যায় বলে খরচ কম পড়ে। এ ফিতা ব্যবহারের ফলে প্রকৃতিতে কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়না। এই প্রযুক্তির কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নাই।

যোগাযোগঃ অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ, ফোন নাম্বার: ০২-৪৯২৭০১৭৪, ই-মেইল- pso.vert@bari.gov.bd

চকচকে ফিতা দিয়ে পাখি তাড়ানো